আর-রাহমান | Ar-Rahman | ٱلرَّحۡمَٰن

আয়াতঃ ৫৫ : ২২

আরবি মূল আয়াত:

يَخرُجُ مِنهُمَا اللُّؤلُؤُ وَ المَرجَانُ ﴿۲۲﴾

অনুবাদসমূহ:

উভয় সমুদ্র থেকে উৎপন্ন হয় মণিমুক্তা ও প্রবাল। — আল-বায়ান

এ সব দরিয়া হতে বের হয় মুক্তা ও প্রবাল, — তাইসিরুল

উভয় দরিয়া হতে উৎপন্ন হয় মুক্তা ও প্রবাল। — মুজিবুর রহমান

From both of them emerge pearl and coral. — Sahih International

২২. উভয় সমুদ্র হতে উৎপন্ন হয় মুক্তা ও প্রবাল।(১)

(১) لؤلؤশব্দের অর্থ মোতি এবং مَرْجَانএর অর্থ প্রবাল। এটাও মূল্যবান মণিমুক্তা। যা বৃক্ষের ন্যায় শাখাময়। এই মোতি ও প্রবাল সমুদ্র থেকে বের হয়- মিঠা পানি থেকে নয়। আয়াতে উভয় প্রকার পানি থেকে বের হওয়ার কথা বলা হয়েছে। এর জওয়াব এই যে, মোতি উভয় প্রকার সমুদ্রেই উৎপন্ন হয়। কিন্তু মিঠা পানির স্রোতধারা প্রবাহমান হওয়ার কারণে তা থেকে মোতি বের করা সহজসাধ্য নয়। মিঠা পানির স্রোত প্রবাহিত হয়ে লোনা সমুদ্রে পতিত হয় এবং সেখান থেকেই মোতি বের করা হয়। এ কারণেই লোনা সমুদ্রকে মোতির উৎস বলা হয়ে থাকে। [দেখুন: ফাতহুল কাদীর; ইবন কাসীর]

তাফসীরে জাকারিয়া

(২২) উভয় দরিয়া হতে উৎপন্ন হয় মুক্তা ও প্রবাল। [1]

[1] مَرْجَانٌথেকে ক্ষুদ্র মোতি বা প্রবাল বুঝানো হয়েছে। বলা হয় যে, আসমান থেকে যখন বৃষ্টি হয়, তখন ঝিনুকগুলো তাদের মুখ খুলে দেয়। পানির যে ফোঁটা তাদের মুখের ভিতরে পড়ে সেটাই মোতি হয়ে যায়। এটাই প্রসিদ্ধ আছে যে, মোতি ইত্যাদি মিঠা পানির সমুদ্র থেকে বের হয় না, বরং তা কেবল লোনা পানির সমুদ্র থেকেই বের হয়। কিন্তু কুরআন সর্বনাম দ্বিবচন ব্যবহার করেছে; যাতে বুঝা যায় যে, উভয় পানির সমুদ্র থেকেই মোতি বের হয়। তবে মোতি যেহেতু অধিকহারে লোনা পানির সমুদ্র থেকেই বের হয়, তাই তা বেশী প্রসিদ্ধ হয়ে গেছে। তবে মিঠা পানির সমুদ্র থেকে তার বের হওয়ার কথা অস্বীকার করা সম্ভব নয়। বরং সম্প্রতি কালের পরীক্ষাদি দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, মিঠা পানির সমুদ্রেও মোতি থাকে।
অবশ্য এর পানি অব্যাহতভাবে প্রবাহিত থাকার কারণে এই দরিয়াগুলো থেকে মোতি বের করা বড়ই কঠিন

ব্যাপার হয়। কেউ কেউ বলেছেন, (দ্বিবচন থেকে) উদ্দেশ্য সমষ্টি। এগুলোর মধ্যে কোন একটি থেকেও মোতি বের হয়ে থাকলে তার জন্য দ্বিবচন শব্দ প্রয়োগ করা সঠিক। কেউ বলেছেন, মিঠা পানির নদীও সাধারণতঃ সমুদ্রে গিয়ে পড়ে এবং সেখান থেকেই মোতি বের করা হয়। কাজেই লোনা পানির সমুদ্রই হল (মোতি বের হওয়ার) কেন্দ্রস্থল। কিন্তু অন্যান্য দরিয়ার অংশও তাতে শামিল আছে। তবে বর্তমান যুগের পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর এসব ব্যাখ্যা ও কষ্টকল্পনার কোন প্রয়োজন নেই। আর আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

তাফসীরে আহসানুল বায়ান

Source — https://www.hadithbd.com/quran/link/?id=4923

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন